চিরকুট - ১২

একটা গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। পরে অবশ্য আরেকটা গল্প বলার ইচ্ছা রইল। প্রথম গল্পটা হচ্ছে একজন দরিদ্র মহিলা নিয়ে। বিধবা এ মহিলা গ্রামে বাস করেন। অন্যের বাড়ীতে কাজে সাহায্য সহযোগীতা করে জীবন কাটাচ্ছিলেন । নিঃসন্তান, নির্বিবাদী, বিশ্বাসী আর কর্মঠ মহিলা হিসাবে গ্রামের প্রায় সব বাড়ীতে তার ছিল অবাধ যাতায়াত। সবার সহযোগীতায় সে মহিলা সুখেই জীবন কাটাচ্ছিল। এর মধ্যে গ্রামে এলো এক বুদ্ধিমান মানুষ । যিনি মানুষকে ভবিষ্যকের চিন্তা করতে শিখালো । ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয়ের কথা বলতে লাগলো। মহিলা ভাবলো - তাইতো। আমারতো সন্তান নেই, বৃদ্ধ কালের জন্যে আমার সঞ্চয় দরকার। যে ভাবনা সে কাজ। সে ঘরের বাঁশের খুঁটির একটা অংশ কেটে তাতে পয়সা জমানো শুরু করলো। এ লক্ষ্যে সে বিভিন্ন বাড়ীতে কাজের পর পয়সার বিনিময় দাবী করা শুরু করলো। এ ছাড়াও তার টুকটাক হাতটানের অভ্যাস হয়ে গেল। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো - দিবানিশি তার মন পড়ে থাকলো সে খুঁটিটার দিকে। কাজে কর্মে আগের মতো মন বসে না । গ্রামের গৃহীনিরা আগের মতো আর তাকে পছন্দ করে না। কিন্তু তার বেশী কাজ দরকার - কারন খুঁটিটা তার ভরতে হবে। খুঁটির ব্যাংক যখন প্রায় ভরে গেল তখন শুরু হলো তার নিরাপত্তার চিন্তা। রাত্রে যখনই মানুষের পায়ের আওয়াজ পেত - সে দৌড়ে সে খুটিটার কাছে চলে যেত। খুটির নিরাপত্তা চিন্তায় সে প্রায় পাগল। দীর্ঘদিন যাবৎ গ্রামের মানুষ তাকে যে ভাবে চিনতো - সে সম্পূর্ন বদলে গেল শুধু মাত্র তার সামান্য জমানো সম্পদের চিন্তায়। বদলে গেল তার স্বভাব, প্রশ্নের সন্মুখিন হলো তার বিস্বস্থতা।

এ গল্পেটা আর একটু বড় হবে এবং এর একটা শেষ আছে। কিন্তু প্রসংগের সাথে সংগতিহীন বলে সে দিকে আমরা সে দিকে যাবো না। তা হলে প্রসংগটা কি? সেটা হলো ভিন্নমত সম্পাদকের একটা লেখা যা সদালাপ সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। পাঠকের সুবিধার জন্যে সেটা সদালাপে পোষ্ট করা হয়েছে। আলোচনা হচ্ছিল জিডিপি নিয়ে । আমেরিকার জিডিপি কত বড় আর মুসলমানদের জিডিড়ি কতো ছোট সে ধরনের প্রচুর লেখা আমরা ভদ্র লোকের কাছ থেকে পেয়েছি। যারা অর্থনীতি নিয়ে একটু আধটু ভাবেন তাদের কাছে GDP একটা অত্যান্ত পরিচিত টার্ম। তারপরও বলি GDP একটা গ্রস ম্যাজারমেন্ট - যা আলোচ্য দেশের সাধারন মানুষের প্রকুত চিত্র তুলে ধরে না। তার উদাহরন দিতে গিয়ে জিডিপি বাঘ আমেরিকার একটা সেক্টরের কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরে ছিলাম। ভদ্রলোক সে দিকে না গিয়ে কানাডার স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে কথা বললেন। তারপর অবধারিত ভাবে চলে গেরেন মুষলমান আর ইসলাম প্রসংগে। সেটা না বললে ঠিক বুঝা যেত না তার জ্ঞানের জাহাজ কোন নদী দিয়ে যাতায়াত করে। মানুষের চিন্তা ভাবনা যখন একটা ক্ষুদ্র পরিসীমায় আটকে যায় - আমাদের গল্পের মহিলার মতো - তখন তারা মুক্তচিন্তা করতে ব্যর্থ হয় - তাদের কাছ থেকে পাঠক যা পায় তা প্রায়শই ভাঙা রেকর্ডের মতো এ ঘেয়ে হয়ে যায়। যেমনটা হয়েছে ভিন্নমত সম্পাদকের। তিনি যে বিষয় নিয়েই আলাপ শুরু করুক না কেন - সেটা শেষ হবে একটা বিশেষ ধর্ম আর সে ধর্মগোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচারনের মাধ্যমে। তার সকল চিন্তা পরিভ্রমন করে মুসলমানদের বিরোধীতাকে কেন্দ্র করে। এটা যেন আমাদের গল্পের বাশেঁর খুটিটার মতো।

এবার দ্বিতীয় গল্পে আসা যাক। গল্পটা আসলে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকে নেওয়া। কর্ম-সুবাদে একবার ফরিদপুর থেকে গোপালগঞ্জ যাচ্ছিলাম। বাহন একটা জীপ। সামনের সীটে বসা আমার বস - বেশ ভারিক্কী ধরনের মানুষ - কথা কম বলেন, প্রায়ই ঘুমিয়ে যান বসে বসে। মধ্যের সীটে আমি আর একজন নির্বাহী প্রকৌশলী - বেশ চৌকস মানুষ - মুখে কথার ফুলঝুরি সারাক্ষন। দুপুরের বেশ ভাল লাঞ্চের ফলে সবাই কিছুটা ঝিমুচ্ছে। কেহ বা শীতের পড়ন্ত বেলায় বাইরে তাকিয়ে চলমান দৃশ্য উপভোগ করছে। সমস্ত পথে একটা সাধারন দৃশ্য ছিল - তা হচ্ছে অসংখ্য খেজুর গাছে হাড়ি ঝুলে আছে। হঠাৎ করে সামনে বসা বস বলে উঠলেন - দেখেছেন মানুষ কতো নিষ্ঠুর - কি বাচ্চা বাচ্চা জ্যান্ত গাছগুলো কেটে রস নিচ্ছে।

কথাটা আমাদের সবাইকে চমকে দিল। তাইতো - কয়েকটা গাছ বড়জোর ৩-৪ ফুট হবে লম্বায় - তার গলায়ও কলস বাধাঁ। ড্রাইভার বলে উঠলো - স্যার, মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে নিষ্টুর প্রানী, দেখেন না - কিভাবে ইরাকে একদল আরেক দলকে মারছে। বেশ ভাববাদী কথা আমাদের আরও আবেগাপ্লুত করে ফেলল। একটা

গুমোট পরিবেশে গাড়ী চলছে। সবাই নিজেকে অপরাধী মনে করছে। তাদের মনে সদ্য আস্বাস করা খেজুরের রসের পায়েস স্বাদ। সে পায়েস খাওয়ার অপরাধ সুস্পষ্ট ফুটে উঠছে তাদের মুখমণ্ডলে। গন্তব্যে পৌছতে আরও ঘন্টা দু'এক সময় নেবে। এ রকম বন্ধ পরিবেশে হঠাৎ আমাদের চৌকস নির্বাহী প্রকৌশলী কথা বলে উঠলেন। মনে হলো তিনি এ একঘেয়ে পরিবেশ কাটানোর জন্যে এটা কররেন। তিনি আমার বসকে জিজ্ঞাসা করলেন - স্যার, দুপুরের খাবারটা কেমন ছিল?

বসের জবাব - বেস ভাল।

নির্বাহী প্রকৌশলী - মুরগীর মাংসটা কেমন হয়েছিল।

বস - বেস মজা হয়েছে। বাবুর্চিটা রাঁধে ভাল।

নির্বাহী প্রকৌশলী - স্যার, মুরগীটা কিন্তু জবাই করতে হয়েছে। আমি বলছি কি, আমাদের প্লেটে আসার আগে মুরগীটাকে কিন্তু মারা হয়েছে। স্যার, আপনার নিশ্চয় মনটা তখন খুব খারাপ হয়েছিল বাবুর্চির নিষ্ঠুরতায়। সমস্যাটা হলো জ্যন্ত মুরগী খাওয়াতো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কি আর করা - মুরগী খাওয়া না নয় ছেড়ে দেব।

বুঝা গেল বসকে ঠান্ডা করার জন্যে সে এটা করলো । পাঠক, বিশ্বাস করবেন, গাড়ীতে বসা সবার মনে একটা স্বস্থির হাওয়া বয়ে গেল। বাকী রাস্তা সবাই গল্প করে কাটালেও বস আর একটা কথাও বলেননি।

পাঠক, আশা করি বুঝতে পারছেন গল্পটা বলার কারন। প্রায়ই শুনা যায় কুরবানীর ঈদের পর অনেক মানুষ পশুদের কষ্টে কাতর হয়ে যায়। বিভিন্ন কারন দেখিয়ে কুরবানীর বিরোধীতা করেন। এবার একজন নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে দাবী করেছেন - কারন তিনি মুসলমান না। তাকে কুরবানীর মতো নিষ্টুর কাজ করকে হয়না। তিনি আরো আশংখা করেছেন এ বলে যে গরুর মাংস খেলে মানুষের বুদ্ধি কমে যায়। এ প্রসংগে আমার কিছু জিজ্ঞাসা তাদের প্রতি যারা কমপক্ষে ইন্টারনেট ঘেটে অর্থনীতিবিদ সেজেছেন। কুরবানীর ঈদ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কতটা গতির সৃষ্টি করে? যারা কুরবানী নিয়ে কাঁদেন তাদের একটা যুক্তি কুরবানী হলের বলদের অভাব সৃষ্টি করে। এ ধরনের কোন পরিসংখ্যান কি আপনাদের কাছে আছে? বিষয়টা বরঞ্চ উল্টা - এখন কৃষকরা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ''গরু মোটা তাজা করন প্রকল্পের'' মাধ্রমে কিছু নগদ অর্থ চোখে দেখে। আর গরু জবেহ করা হয়না বলে প্রতি বৎসর কুরবানীর ঈদের সময় চামড়া ব্যবসায়ীরা তীর্থের কাকের মতো বসে থাকে পাশের দেশের ব্যবসায়ীরা। (সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশের খবরের কাগজ দেখতে পারেন)। আর পশু ক্লেশে কাতর লেখককে বলি - আপনার কোমরের সুন্দর বেল্ট, আপনার পায়ের জুতা আর ওয়ালেট কিন্তু ঐ পশুদের চামড়া দিয়ে তৈরী। হয়তো সেটা কোন দেশে কুরবানীতে সেটা জবেহ হয়েছে। Food Chain এর শীর্ষে বসে এ ধরনের কথা ভাবা শুধু মাত্র হিপোক্রসী নয় - একটা বিশেষ গোষ্টীর প্রতি ঘৃনারও বহিঃপ্রকাশ বটে।

এবার আশা যাক আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রসংগে। ডঃ জাফর উল্লাহ। তিনি ''যেখানে দেখুবে ছাই .....'' ফর্মূলায় বিশ্বাসী। যেখানে মুসলমান আর ইসলাম সম্পর্কে দু'কথা লেখা দেখেন সংগে সংগে তা পাঠিয়ে দেন আরেক ছাই তত্ত্বের বিস্বাসী ভিন্নমতে। মনের মাধুরী মিশিয়ে সেটা ছেপে দিয়ে তিনি তৃপ্তিতে ঢেঁকুর তুলেন। এমনই একটা লেখা দেখলাম কয়েকদিন আগে। (নারী-পুরুষের সংমিশ্রন ইসলামী মতে অবৈধ) । সেটার বিষয়ে আমাকে মন্তব্য করতে বলা হয়েছে। মূল বিষয়ে মন্তব্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারন বক্তব্যে সম্পূর্ন পরিবেশ না জানা থাকলে মন্তব্য করা কঠিন। আর যদি ইসলামে নারী-পুরুষ সম্পর্ক সম্পর্কে জানার প্রয়োজন থকে তবে এ বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদের নির্দেশনা দেখা প্রয়োজন - আমার মতো অর্বাচীনের এ বিষয়ে মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। তবে ডঃ সাহেবের লেখা পড়ে বেশ মজা পেয়েছি । তাই কিছু মন্তব্যের লোভ সামলাতে পারলাম না বলে পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি । পাঠক লক্ষ্য করুর লেখার শিরনাম। একটা শব্দ তিনি ব্যবহার করছেন সংমিশ্রন । এর ইরেজীটা কি হবে? Proper Mixing । রসায়ন বইয়ে এধরনের বাংলা শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নারী পুরুষের ক্ষেত্রে সেটা কি প্রযোজ্য হবে ? হয়তো । তবে বাংলা একটা সমৃদ্ধ ভাষা - সেটার

শব্দ ভান্ডার বিশাল। দয়া সেটা খেয়াল রাখা দরকার বলে আমার মনে হয়। তিনি তার লেখায় কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যেমন ঘষোনা (ঘোষনা), যাচায় (যাচাই), আবাধে (অবাধে), জনাবা (?) । কয়েকদিন আগে সেতারা হাসেম তার এক লেখায় জনাবা শব্দের অর্থ বলেছিলেন। সেতারা হাসিম মেয়ে না ছেলে সে দিকে সময় নষ্ট না করে তার লেখা গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে হয়তো এ বিষয়ে আপনার ভুল হতো না । সাম্প্রতিক কালে একটা লেখায় আপনি বলেছেন - ইরেজীতে লিখলে বাংলাদেশের দুতাবাসের লোকজন পড়ে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারনে ভুমিকা রাখে । সেটাই ভাল। ইরেজীতে লিখুন। এ বাংলাদেশের উপকার না হলেও বাংলা ভাষা সর্বনাসের থেকে নিরাপদ থাকবে।

গত কয়েকদিন যাবৎ যথেষ্ট অসস্তির মধ্যে দিয়ে সময় গেল। বিশেষ করে কম্পিউটারের সমস্যার কারনে সদালাপ আপডেট করতে পারিনি। সেটা ছিল আমার জন্যে খারাপ সময়। পাঠক, চেষ্টা করবো নিয়মিত আপডেট করতে। আর একটা কথা - সম্পাদকের চিরকুট লেখে আমার মনে হয় আমি একটু সুবিধা নিচ্ছি আর সদালাপকে এ মধ্যে টেনে আনছি। তাই এখন থেকে এ লেখার নাম হবে শুধু ‘‘চিরকুট’’ যার দায় দায়িত্ব শুধু মাত্র ব্যক্তি জিয়াউদ্দিনের - সম্পাদক জিয়াউদ্দিনের নয়।

সবাই ভাল থাকুন ।

জিয়াউদ্দিন
টরন্টো
ফেব্রুয়ারী ৮, ২০০৪